‘হেরিটেজ’ জোন থেকে রবীন্দ্রমূর্তি সরাল পুরসভা

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন, ৩ আগস্ট

শান্তিনিকেতনের ‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ’ বাফার জোন থেকে রবীন্দ্রমূর্তি সরিয়ে নিল বোলপুর পুরসভা। শান্তিনিকেতনের কবিগুরু হস্তশিল্প মার্কেটে প্রায় ১৫ ফুটের রবীন্দ্রমূর্তি বসিয়েছিল বোলপুর পুরসভা। এই নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। এরপর মূর্তির উদ্বোধন বন্ধ করে দেন স্থানীয় বিধায়ক, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ। শনিবার সেই মূর্তি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল অন্যত্র।

স্থানীয় তৃণমূল নেতা জামশেদ আলি খান বলেন, ‘মূর্তি বসানোর সময় বাফার জোন ছিল না। পরে যখন বিশ্বভারতী আপত্তি জানায়, আমরা সেই মূর্তি সরিয়ে নিই। গুরুদেব শান্তিনিকেতনের আকাশে-বাতাসে মিশে আছেন, আমাদের হৃদয়ে আছেন।’ ২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ইউনেস্কো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনকে ‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ’ তকমা দিয়েছে। সদ্য এই হেরিটেজ তকমা ধরে রাখতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে বিশ্বভারতী। তার মধ্যেই দেখা যায় শান্তিনিকেতনের কবিগুরু হস্তশিল্প মার্কেটে প্রায় ১৫ ফুটের একটি সাদা রবীন্দ্রমূর্তি বসিয়েছে বোলপুর পুরসভা, যা নিয়ে আপত্তি তোলে বিশ্বভারতী। এদিন, রবীন্দ্রমূর্তিটি সরিয়ে নেওয়া হল। জানা গেছে, বোলপুরের মুলুকে এই রবীন্দ্রমূর্তিটি প্রতিস্থাপন করা হবে। তবে, মূর্তি সরিয়ে নেওয়ার জন্য বোলপুর পৌরসভাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিয় ঘোষ বলেন, ‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। রবীন্দ্রমূর্তি সরিয়ে নেওয়ার জন্য বোলপুর পুরসভাকে ধন্যবাদ জানাই।’ প্রসঙ্গত, ‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ’ বাফার জোনের বিশ্বভারতীর সম্পত্তি আধিকারিক অশোক মাহাতোর বাড়ি থেকে অভিযোগ উঠেছে। বাফার জোন থেকে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি বোলপুর পুরসভায় সরিয়ে দেওয়ার পর এবার দেখার বিশ্বভারতীর সম্পত্তি আধিকারিক কী করেন? যদিও এই নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন ব্যবসায়ীরা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশ

সন্দেশখালির প্রশাসনিক বৈঠকে মন্ত্রী সুজিত বসু, সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী–সহ অন্যরা। ছবি: প্রতিবেদক

সন্দেশখালির উন্নয়ন নিয়ে বৈঠক

স্বদেশ ভট্টাচার্য
সন্দেশখালি, ৩ আগস্ট

লোকসভা ভোটে সন্দেশখালি নিয়ে বিজেপি যে নাটক তৈরি করেছিল মানুষ তার জবাব দিয়েছে। সন্দেশখালির উন্নয়নে বিশেষ নজর রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির। তাই তাঁর নির্দেশ মতো সন্দেশখালিতে উন্নয়ন নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে বৈঠক করলেন রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, স্থানীয় বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, মহকুমা শাসক আশিস কুমার, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ প্রমুখ। ছিলেন সন্দেশখালি ১ ও ২ ব্লকের বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, ১৬টি পঞ্চায়েতের প্রধান, নির্মাণ সহায়করা। বসিরহাট লোকসভার মধ্যে সন্দেশখালি অন্যতম। সেখান থেকে তৃণমূলের হাজি নুরুল ইসলাম ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ভোটে জিতেছেন। এবার নদীমাতৃক সন্দেশখালির নদী বাঁধ, জেটি ঘাট, রাস্তা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, স্কুলগুলির পরিকাঠামো–সহ অন্যান্য জরুরি পরিষেবা নিয়ে সক্রিয় প্রশাসন।

এদিনের বৈঠকের ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরি হবে। সেই রিপোর্ট পেশ করা হবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। তিনি তা খতিয়ে দেখবেন।

বৈঠক শেষে সুজিত বসু বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই আমরা এসেছি। মূলত উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হল। যে সব প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে সেগুলির কতটা কী কাজ হয়েছে তার পর্যালোচনা হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পগুলি যাতে আরও দ্রুততার সঙ্গে করা যায় সেটা এবার দেখা হবে। লোকসভা নির্বাচনের আগে একটা ইস্যু তৈরি করে সারা দেশে প্রচার করেছিল বিজেপি। কিন্তু মানুষ তাতে সাড়া দেয়নি। লোকসভা ভোটের ফলাফলই তার প্রমাণ। যেভাবে রটনা হয়েছিল তার সঙ্গে কোনও প্রমাণ নেই। মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গেই আছেন। এখন আমাদের কাজ এই দুটো ব্লকের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।’ জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ নজরে রয়েছে। তাঁর নির্দেশ মেনে মন্ত্রী সুজিত বসু এবং জেলা সভাধিপতি হিসেবে আমি প্রশাসনিক ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা করলাম। আমাদের এখানে কিছু খামতি আছে তার কারণ নদীমাতৃক এলাকা, নিচু জমি, ১৬ পঞ্চায়েত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো কাজ করা হবে।’ ই-চোটালের মাধ্যমে পরিষ্রাণী শ্রমিকদের কীভাবে এখানে বেশি করে কাজ দেওয়া যায় সে ব্যাপারেও কথা হয়েছে। এক মাস পরে আবার রিভিউ মিটিং করা হবে।’

ভবঘুরেকে বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা হ্যামের

নিরুপম সাহা
বনগাঁ, ৩ আগস্ট

বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ভিনরাজ্যের এক ভবঘুরেকে বনগাঁ থেকে উদ্ধার করে বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করল হ্যাম রেডিও। রাঁচির বাড়ি থেকে বছর তিনেক আগে আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যান সঞ্জয় কুমার। মানসিক ভারসাম্যহীন এই যুবক এরপর সম্ভবত ট্রেন ধরে এই রাজ্যে এসে পৌঁছান। অবশেষে সম্পত্তি তাঁর জায়গা হয় পেট্রাপোল থানার অন্তর্গত নরহরিপুর গ্রামের একটি মন্দিরের চাতালে। বিষয়টি নজরে আসে স্থানীয় হঠাৎ সঙ্ঘের সম্পাদক কল্যাণ বিশ্বাসের। বর্তমানে ছেলেধরা সন্দেহে অনেক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে গণপিটুনি দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এক্ষেত্রেও যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, তার জন্য এই ব্যক্তিকে নিজেদের ক্লাবঘরে আশ্রয় দিয়ে প্রথমে পেট্রাপোল থানায় জানানো হয়।

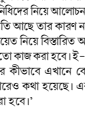

সঞ্জয় কুমার

থানার মাধ্যমে কলকাতার হ্যাম রেডিও সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তারাই ওই যুবকের আসল পরিচয় উদ্ধার করে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই যুবককে বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করেন।

সংশোধনাগারে বসে অনলাইনে ক্লাস অর্ণবের

বিজয়প্রকাশ দাস
বর্ধমান, ৩ আগস্ট

বর্ধমানের কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে ক্লাস শুরু করলেন মাওবাদী নেতা অর্ণব দাম। আপাতত অনলাইনেই ক্লাস করবেন তিনি। শুক্রবার পরপর দুটি ক্লাস সংশোধনাগার থেকে অনলাইনে করেন অর্ণব।

২৩ জুলাই থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে পিএইচডি কোর্সওয়ার্কের ক্লাস শুরু করেছেন যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এই মাওবাদী নেতা। সামাজিক ইতিহাসের কোনও একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করবেন তিনি। তবে ঠিক কোন্ বিষয়ের ওপর গবেষণা করবেন, তা ঠিক হতে সময় লাগবে প্রায় ছয় মাস। সেই থেকেই সপ্তাহে দু'দিন অন্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গেই একেবারে নির্ধারিত সময়েই ক্লাসে যোগ দিয়ে আসছেন তিনি।

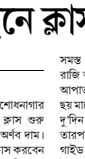

অর্ণব দাম

আগেই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্ণব এসে ক্লাস করা থেকে শুরু করে, ভিডিও কনফারেন্স কিংবা প্রয়োজনে সুপারভাইজার সংশোধনাগারে গিয়েও ক্লাস নিতে পারেন। তাঁরা সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করতে রাজি আছেন। কোনও সমস্যা নেই। আপাতত কোর্স ওয়ার্কের জন্য প্রথম ছয় মাসের ক্লাস শুরু হয়েছে। সপ্তাহে দু'দিন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হবে। তারপর তাঁকে সুপারভাইজার বা গাইড দেওয়া হবে। সুপারভাইজার ইচ্ছে করলে সংশোধনাগারে গিয়েও ক্লাস নিতে পারেন কিংবা অর্ণবকে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের আসতে বলা হয় সেক্ষেত্রে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন। প্রয়োজনে ভার্চুয়াল মাধ্যমেও ক্লাস করতে পারবেন। শুক্রবার সংশোধনাগার থেকে এই পদ্ধতিতেই ক্লাস শুরু করেন তিনি। তাতে তাঁর কোনও রকম অসুবিধা হয়নি বলেই জানা গেছে।

বিভাগীয় প্রধান সৈয়দ তানভির নাসরিন বলেন, ‘অনলাইনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে ক্লাস শুরু করলেন অর্ণব দাম। আপাতত অনলাইনেই ক্লাস করবেন তাঁর। ইতিহাস বিভাগের পরপর দুটি ক্লাস করেছেন তিনি। সপ্তাহে মঙ্গলবার ও শুক্রবার দু'দিন ক্লাস আছে তাঁর। অন্য ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে ক্লাস চলার সময় বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে তিনি সরাসরি অনলাইনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে ক্লাস করছেন।’

বর্ষায় দিঘায় পর্যটকদের ভিড়। ছবি: প্রতিবেদক

বর্ষার দিঘায় সমুদ্রস্নানে নজরদারি প্রশাসনের

মঞ্জেশ্বর জানা
দিঘা, ৩ আগস্ট

বর্ষার সাগর বিনিময় এক আলাদা অনুভূতির। মেঘেরা ভেসে যায় পুবের বাতাসে। সঙ্গে বৃষ্টি। মৃদু, মাঝারি কিংবা প্রবল কখনও কখনও। তাতেই ভরভরন্ত রূপ বঙ্গোপসাগরের। দুর্যোগ আহবাওয়া–সহ আসন্ন মেঘাবস্থার কোটিলের কারণে গত কয়েকদিন ধরেই দিঘা ও সংলগ্ন সমুদ্র উপকূলে স্বাভাবিকের চেয়ে জলের উচ্চতা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জোয়ারের সময় তাতে এল আবিশ মাখা কুটিল দামাল সব ঢেউ। কখনও কখনও গার্ডওয়াল টপকে জলোচ্ছ্বাসও তৈরি হচ্ছে। রোমাঞ্চকরতায় ভরা সমুদ্রের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য, তার টানেই বর্ষার দিঘায় ছুটে আসছেন পর্যটকরা। সমুদ্রের এমন দৃশ্য দেখে খুশি তাঁরা।

শঙ্কিত প্রশাসন। দুর্যটনা রোধে জোয়ারের সময় সমুদ্রস্নানে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সাবধানতা অবলম্বন করছেন কেউ কেউ। তবে অধিক সংখ্যক পর্যটক বারা কোনও ভাবেই বিচলিত নন প্রশাসনিক এই বারণে। দিঘার সমুদ্র উপকূল উন্মুক্ত হওয়ার কারণে পর্যটকদের চাপ থেকেই খাবে। বর্ষায় ফুলেফেঁপে ওঠায় বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনাও ঘটে গিয়েছে। ফলে নতুন করে আর কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না প্রশাসন। অবিরাম মাইকিং প্রচার থেকে শুরু করে নজরদারির চালাচ্ছে পুলিশ ও নুলিয়ার দল। কিন্তু তাতেও কি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে না পর্যটকদের। শনিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বেশ ভিড় ছিল দিঘায়। সমুদ্রস্নান, হুইল–হুডোহু, ঢেউয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আনন্দ উল্লাস ও উদ্মাদনায় মেতে ওঠেন নানা বয়সের পর্যটকরা। পর্যটকের ভিড় থাকায় খুশি হোটেল ব্যবসায়ীরা।

শিশু ও প্রসূতিকে রাস্তায় ফেলে পালাল গাড়ি চালক

চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কাটোয়া, ৩ আগস্ট

অমানবিকতার শিকার এক প্রসূতি। রাস্তায় জল জমেছে, এই অজুহাতে সদ্যোজাত শিশু–সহ এক প্রসূতিকে মাঝরাস্তায় মাতৃযান (অ্যাম্বুল্যান্স) থেকে নামিয়ে দিল চালক। শনিবারের ঘটনা। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় নবজাতককে কোলে নিয়ে রাস্তার ধারে বসে কিছু সময় কাটাতে হয়েছিল প্রসূতি নাসিম খাতুন। খবরটি কানে যাওয়া মাত্রই অবশ্য তৎপর হয় কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অ্যাম্বুল্যান্স পাঠিয়ে নাসিমকে রাস্তা থেকে তুলে বিছু পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। তখন অবশ্য রাস্তায় ঘণ্টা দেড়েকের ওপর বসা হয়ে গিয়েছে। তবে অভিযুক্ত মাতৃযান চালকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে। ভারপ্রাপ্ত সুপার সুশান্তবরণ দত্ত বলেন, ‘ঘটনাটির তদন্ত হবে। অভিযোগ প্রমাণ হলে চালকের লাইসেন্স পর্যন্ত বাতিল হয়ে যেতে পারে।’

প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবে উৎসাহ জোগাতে সন্তান প্রসবের পর প্রসূতিকে হাসপাতাল থেকে নিখরচায় ‘মাতৃযান’ (অ্যাম্বুল্যান্স) চাপিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার নিয়ম চালু করেছে রাজ্য সরকার। সেই নিয়মেই শনিবার কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে নিয়ে মাতৃযানে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন অর্জুনডিহি গ্রামের বাসিন্দা নাসিম খাতুন। কাটোয়া–করুই রাস্তার পঞ্চানন্দতলার কাছে ফড়ে নদীর ওপর ১২০ মিটার দীর্ঘ সেতুটি জলে ডুবে থাকায় যেতে রাজি হয়নি মাতৃযানের চালক। নার্সিস বলেন, ‘চালককে ঘুরপথে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার আর্জি জানাই। তাতে কোনও ফল হয়নি। বলি, তাহলে মামাকে কাটোয়া হাসপাতালেই দিয়ে এস। তার জন্য ২০০ টাকা দাবি করে। আমরা গরিব। অত টাকা কোথা পাব বলায় রাস্তাতেই নামিয়ে দিয়ে চলে যায়।’

নার্গিসের মা আসরাফি বিবির প্রশ্ন, ‘সরকার তো প্রসূতিদের বিনা পয়সায় বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। তাহলে ওই চালক টাকা চাইবে কেন? মেয়ে বা সন্তানের যদি কিছু হত, তার দায় কে নিত?’

চাকলায় বিনামূল্যে চক্ষুপরীক্ষা শিবির

বিনামূল্যে চক্ষুপরীক্ষা, চশমা প্রদান ও ছানি পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করল শ্রী শ্রী লোকনাথ সেবাশ্রম সঙ্ঘ। আজ, রবিবার দেগঙ্গার চাকলায় লোকনাথ সেবাশ্রম চত্বরে আয়োজন করা হয়েছে এই শিবিরের। ব্যবস্থায় রয়েছে রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা এবং কেয়ারডিএসএস। সকাল ১০ থেকে শুরু হবে শিবির, চলবে দুপুর ১টা পর্যন্ত। শিবিরে অভিজ্ঞ চক্ষুবিশেষজ্ঞরা উপস্থিত থাকবেন।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার

শনিবার মেদিনীপুর কোতোয়ালী থানার পক্ষ থেকে ৮৫ জন মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হলো হারিয়ে যাওয়া মোবাইল। যাঁদের মোবাইল হারিয়ে ছিল তাঁরা খোঁজ পোর্টালের মাধ্যমে অভিযোগ নথিভুক্ত করেছিলেন। এক বছর থেকে ৩ মাসের মধ্যে মোবাইল গুলি হারিয়েছিল।

ব্রজ মুখার্জির জীবনাবসান

প্রয়াত হলেন বীরভূম জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি বর্ষীয়ান শিল্পপতি ও সমাজসেবী ব্রজ মুখার্জি (৮৭)। শনিবার বিকেলে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর জীবনাবসান হয়। দল নির্বিশেষে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯৭৮ থেকে একটানা দীর্ঘ ২০ বছর ধরে তিনি বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ছিলেন। একবার রামপুরহাটের বিধায়ক হয়েছিলেন। ২০০৯ সালে তিনি লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়ের কাছে হেরেছিলেন। ব্রজবাবুকে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অন্যতম প্রধান রূপকার বলা হয়।

বাস্তবিক দখল বিজ্ঞপ্তি

সার্কল সস্ত্র সেন্টার, সার্কল অফিস: কলকাতা সাউথ ইউনাইটেড ট্রাডার (দশম তল), ১১, হেস্তে সস্ত্র সরণি, কলকাতা–৭০০০০১
ই–মেল: cs8267@pnb.co.in

দিন প্রসূন পোরই এবং মহাদেব পরাইয়ের উপনগর গৃহ ঋণে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (**পূর্বের ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বাড়িয়া শাখা**) কর্তৃক অনুমোদিত সরকারের কাছে দায়বদ্ধ সম্পত্তি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর ধারা ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটিইন্টারেস্ট অ্যাক্ট বিকল্পউপধারা অফ ডিমান্ডনোট অফ ডিমান্ডনোট অ্যাসেসমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আক্ট, ২০০২ (আক্ট ৪৪/২০০২) [এখানে এর পরে আক্ট হিসেবে উল্লিখিত]–এর ১৩(২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **অধ্যাপিকা ঝী প্রমীন নারায়ন রায়**–এর প্রতি ০৮.০১.২০২৪ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে নাথিপত্র অর্থাৎ বাকশ্য **৫১,৭০,১১২.০০** (এক লক্ষ সত্তর হাজার একশো বারো টাকা মাত্র) অর্থের দেওয়ার জন্য বলেছেন এবং প্রতি মাসের অনুযায়ী জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতার নথিপত্র অর্থাৎ পরিশোধ করা হওয়ার একত্তরা বিশেষের উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং কনসারবারের জানাবর্ণ জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৯ আগস্ট, ২০২৪** তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির কব্জা গ্রহণ করেছেন।

বিশেষের এই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে একত্তরা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন **৫১,৭০,১১২.০০** (এক লক্ষ সত্তর হাজার একশো বারো টাকা মাত্র) এবং তার উপর সুদ সমেত **কানাড়া ব্যাঙ্ক, ছামিতারা ব্রাঞ্চ**–এর দায় সাপেক্ষ হবে।

উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৮) নং ধারার সাকুলারীনের প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সার্সিট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: জমি এবং বাড়ির সমস্ত এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা–লাঙ্গলগু, থানা–লাঙ্গলগু, জেলা–পশ্চিম মেদিনীপুর, যে এলা নং ৭৯০, হাল খতিয়ান নং ১৭০, প্লট নং ৪০১, মাপ ৩ ডেসিমেল, ৩০২০ স্কোয়ার ফিলিপ নং ১৭১১ অন্তর্গতে **ঝী প্রমীন নারায়ন রায়ের নামে।** উক্ত **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর– মোহাবেদ রাস্তা; দক্ষিণ– সিন্ধিকাথ রায়ের সম্পত্তি; পূর্ব– কুন্তল সিংহের সম্পত্তি; পশ্চিম– মোহাবেদ রাস্তা।

তারিখ: ০২.০৮.২০২৪
স্থান: ছামিতারা
অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

ছামিতারা ব্রাঞ্চ
গ্রাম–ছামিতারা, পোঃ–বামান জেলা–নাড়ুয়াল, পশ্চিমবঙ্গ
পিন–৭২১৫১৬

দখল বিজ্ঞপ্তি
(১৩(৪) নং ধারা)
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু:
কানাড়া ব্যাঙ্ক–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটিইন্টারেস্ট অ্যাক্ট বিকল্পউপধারা অফ ডিমান্ডনোট অ্যাসেসমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট ৪৪/২০০২) [এখানে এর পরে অ্যাক্ট হিসেবে উল্লিখিত]–এর ১৩(২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **অধ্যাপিকা ঝী সুপ্রিয়া চ্যাটার্জি**, পিতা স্বরূপ চ্যাটার্জি, গ্রাম–পশ্চিম কবিয়াণ, কবিয়াণ বিল্ডিং, জেলা–বীরভূম, পিন–৭৩১২২৬, পশ্চিমবঙ্গ এবং **সহ–ধারকদ্বয় এবং স্বঋণদাতা–ঝী সুব্রত চ্যাটার্জি**, পিতা অনাদিনাথ চ্যাটার্জি, কবিয়াণ, হাজরা, সিউড়ি, জেলা–বীরভূম, পিন–৭৩১১৯৬–এর প্রতি ০২.০৫.২০২৪ **তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি** জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে নাথিপত্র অর্থাৎ **৫১,০৪,১৬০.৫২** (পনেরো লক্ষ চার হাজার একশো ষাট টাকা এবং বাহান্ন পয়সা মাত্র) আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাৎ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় একত্তরা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৯ আগস্ট, ২০২৪** তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির কব্জা গ্রহণ করেছেন।

বিশেষের এই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে একত্তরা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন **৫১,০৪,১৬০.৫২** (পনেরো লক্ষ চার হাজার একশো ষাট টাকা এবং বাহান্ন পয়সা মাত্র) এবং তার উপর সুদ সমেত **কানাড়া ব্যাঙ্ক, সিউড়ি ব্রাঞ্চ**–এর দায় সাপেক্ষ হবে।

উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৮) নং ধারার সাকুলারীনের প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সার্সিট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: সম্পত্তির সমস্ত এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমি এবং বাড়ি, জে এলা নং ১০৬, মৌজা–কবিয়াণ, এল আর খতিয়ান নং ২০৯১/৫, এল আর প্লট নং ৫৫৮১, ৩৫৮৫, ৩৫৮৬, ৩৫৮৯, এরিয়া–০.০৭ একর, জেলা–বীরভূম, থানা–সিউড়ি, **ঝী সুব্রত চ্যাটার্জির নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি:** পূর্ব– জোলানাথ চ্যাটার্জির বাড়ি; পশ্চিম– ৫০ ফুট সিউড়ি থেকে রাজনগর যেটান রাস্তা; উত্তর– খালি জমি; দক্ষিণ– দুয়ান চন্দ্র সেনের বাড়ি।

তারিখ: ০২.০৮.২০২৪
স্থান: সিউড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

দখল বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট IV
[১৩(৪) নং ধারা] [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু:
কানাড়া ব্যাঙ্ক, সিউড়ি ব্রাঞ্চ–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটিইন্টারেস্ট অ্যাক্ট বিকল্পউপধারা অফ ডিমান্ডনোট অ্যাসেসমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট ৪৪/২০০২)–এর ১৩(২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **অধ্যাপিকা ঝী সুপ্রিয়া চ্যাটার্জি**, পিতা স্বরূপ চ্যাটার্জি, গ্রাম–পশ্চিম কবিয়াণ, কবিয়াণ বিল্ডিং, জেলা–বীরভূম, পিন–৭৩১২২৬, পশ্চিমবঙ্গ এবং **সহ–ধারকদ্বয় এবং স্বঋণদাতা–ঝী সুব্রত চ্যাটার্জি**, পিতা অনাদিনাথ চ্যাটার্জি, কবিয়াণ, হাজরা, সিউড়ি, জেলা–বীরভূম, পিন–৭৩১১৯৬–এর প্রতি ০২.০৫.২০২৪ **তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি** জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে নাথিপত্র অর্থাৎ **৫১,০৪,১৬০.৫২** (পনেরো লক্ষ চার হাজার একশো ষাট টাকা এবং বাহান্ন পয়সা মাত্র) আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাৎ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় একত্তরা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১ আগস্ট, ২০২৪** তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির কব্জা গ্রহণ করেছেন।

বিশেষের এই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে একত্তরা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন **৫,৭০,১৯০.৫২** (পনেরো লক্ষ চার হাজার একশো ষাট টাকা এবং বাহান্ন পয়সা মাত্র) এবং তার উপর সুদ সমেত **কানাড়া ব্যাঙ্ক, সিউড়ি ব্রাঞ্চ**–এর দায় সাপেক্ষ হবে।

উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৮) নং ধারার সাকুলারীনের প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সার্সিট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: জমি এবং বাড়ির সমস্ত এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা মাপ কমবেশি ১ কাঠা ১৬ ছটাক এবং ১৭ বর্গফুট, তাহার সম্পত্তির অন্য অংশের অবা বাসিন্দা অবধ বন্দ্যনারবন্দের ব্যবহারের জন্য হাইতাকে দেওয়া লাহার উক্ত জমির দক্ষিণ অংশে ১০ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া কমন প্যাসেজ সহ, মৌজা–দক্ষিণদিহি, থানা–দেরুচটোন (পূর্বতন বনগাঁ), সাব রেজিস্ট্রিস অফিস–কাশীপুর নবনন্দ বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা রেজিস্ট্রেশন অফিস বিধাননগর, সাল্টলেক সিটি, দক্ষিণ নবনন্দ পুরুসত্তার অংশের হোল্ডিং নং ১৭, ১৮ এবং ১৯ (বর্তমানে হোল্ডিং নং ১৪১), চিহ্নিত নম্বরে সাবরেজিস্ট্রার প